ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৬২৫

আগরতলা,৮ জুলাই,২০২৫

বিহারে ৭.৬৯ কোটি ভোটারের মধ্যে ফর্ম বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে

এস.আই.আর. সর্বসমন্বিত (All-inclusive)-বিহারের ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ জন বর্তমান ভোটারের (২৪.০৬.২০২৫ অনুযায়ী) কাছে পৌছানো হচ্ছে।

পূর্ব-পূরণ করা এনুমারেশন ফর্ম (যার মধ্যে ভোটারের নাম, ঠিকানা, পুরনো ছবি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে) প্রতিটি বিদ্যমান ভোটারকে সরবরাহ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫, অনুচ্ছেদ ১৩)। ৭.৬৯ কোটি ভোটারের মধ্যে এই ফর্ম বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে (৯৭.৪২%)।

বি.এল.ও. প্রতিটি বাড়িতে কমপক্ষে তিনবার যাচ্ছেন পূরণ করা এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহের জন্য, যেন কেউ বাদ না পড়ে (পৃষ্ঠা ৯. অনুচ্ছেদ ৩)। প্রথম দফার পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে, দ্বিতীয় দফা চলমান।

অনেক ভোটার মারা গেছেন, স্থান পরিবর্তন করেছেন বা অন্যত্র চলে গেছেন এটি মাঠ পর্যায়ে ধরা পড়েছে।

যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম জমা দিচ্ছেন, তাঁদের সবাইকে খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে (প্রকাশ: ০১.০৮.২০২৫)।

ই.আর.ও. ২৫.০৭.২০২৫-এর মধ্যে যাঁদের ফর্ম পাওয়া গেছে, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন (পৃষ্ঠা ৫, অনুচ্ছেদ ১৩)।

সিইও, ডিইও, ইআরও ও বিএলও নিশ্চিত করছেন যে প্রকৃত ভোটারদের বিশেষ করে বয়স্ক, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ভোটারদের যেন হয়রানি না করা হয় এবং যথাসম্ভব সহায়তা করা হয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে (পৃষ্ঠা ৫, অনুচ্ছেদ ১৩)।

দাবি ও আপত্তির সময়সীমার (যা শেষ হবে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) মধ্যে যোগ্যতার প্রমাণপত্র আলাদাভাবে জমা দেওয়া যাবে (পৃষ্ঠা ১০/১১, অনুচ্ছেদ ৫(খ))।

ভোটারের যোগ্যতা সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ ও আরপি আইন, ১৯৫০-এর ১৬ ও ১৯ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত।

যিনি ভারতের নাগরিক, নির্ধারিত তারিখে বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় সাধারণভাবে বসবাসকারী এবং কোনও আইনের অধীনে অযোগ্য না তিনিই ভোটার হিসেবে যোগ্য (পৃষ্ঠা ৪, অনুচ্ছেদ ৬)।

শুধুমাত্র তদন্ত ও ইআরও-এর যুক্তিসম্পন্ন আদেশের মাধ্যমে নাম বাদ দেওয়া যাবে যা ডিএম/সিইও-এর কাছে আপিলযোগ্য।

২-এর পাতায়

খসড়া তালিকা প্রকাশের পরে, ইআরও প্রস্তাবিত ভোটারদের যোগ্যতা যাচাই করবেন এবং নথিপত্র (পৃষ্ঠা ১৭-এ দেওয়া নির্দেশক তালিকা অনুযায়ী) ও ক্ষেত্র পর্যায়ের রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন (পৃষ্ঠা ১০, অনুচ্ছেদ ৫(ক))।

যদি কোনও প্রস্তাবিত ভোটারের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকে এবং তাঁর নাম খসড়া তালিকায় থাকে, তাহলে ইআরও/এআইইআরও তাঁকে নোটিশ দিয়ে "যুক্তিসম্পন্ন আদেশ" জারি করবেন (পৃষ্ঠা ১০/১১, অনুচ্ছেদ ৫(খ))।

ইআরও-এর সিদ্ধান্তে কেউ যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি প্রথমে ডিএম-এর কাছে এবং ডিএম-এর আদেশের বিরুদ্ধে সিইও-এর কাছে দ্বিতীয় আপিল করতে পারবেন - আরপি আইন, ১৯৫০-এর ২৪ ধারা অনুযায়ী (পৃষ্ঠা ৬. অনুচ্ছেদ ১৪)। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****